দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 JUN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা, তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

6

প্রাচীন ইসলামী লাইব্রেরী

অধ্যাপক মোহাম্মদ রোস্তম

প্রাচীন ইসলামী লাইব্রেরীর কাহিনী আজ পৃথিবীর ইতিহাসে উপকথার খ্যাতি অর্জন করেছে। পুস্তক রচনা সংকলন ও সংরক্ষণ মুসলমানদের জাতিগত অভ্যাস ছিল এবং এই কারণেই মুসলিম শাসনকালে যেমন পরিব্যপ্ত পরিমাণে সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরী পাওয়া যেত বিশ্বের ইতিহাসে তেমনটির তুলনা নেই।

খুব সম্ভব সর্বপ্রথম যিনি লাইব্রেরী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর নাম খালেদ বিন ইয়াজিদ বিন্ মাবিয়া। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন এ কথা অস্বীকার করেন কিন্তু আল্লামা ইবনুন নাদিম খালেদ এ সম্বন্ধে লিখেছেন যে, 'খালেদ' হেকিম নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজেও বড় রকমের বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অতি গভীর। শিল্পের প্রতি তার মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়ার পর তিনি মিসরে অবস্থানকারী গ্রীক দার্শনিকগণকে একত্রিত করলেন। তিনি বিশুদ্ধ আরবী বলতে পারতেন। খালেদ ঐসব দার্শনিকদের আদেশ দিলেন যে, শিল্পবিদ্যা সম্পর্কিত যে সমস্ত পুস্তকাদি গ্রীক এবং কুবতী ভাষায় রয়েছে, তা আরবীতে অনুবাদ কর।

এই ঐতিহাসিক অন্য এক জায়গায় লিখেছেন যে, 'খালেদের জন্য চিকিৎসা জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং রসায়ন বিদ্যার পুস্তকাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিলো। খালেদ নিজেও লেখক ছিলেন। খালেদই যে সর্বপ্রথম লাইব্রেরীর প্রচলন প্রতিষ্ঠাকরণ এই অনুমান বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছেছে। খালেদের পর সংকলন এবং পুস্তক প্রণয়নে সর্বশেষ উন্নতি হয়েছিল। আরবী কবিতা, অভিধান, বংশাবলীর তালিকা, ইতিহাস, যুদ্ধের ঘটনাবলী, জীবনী, তফসীর, হাদিস, ফেকাহ এবং কালাম ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে বহু বই পুস্তক রচিত হয়েছিল। খলিফা মানসুর বিদেশী ভাষার শতসহস্র পুস্তক আরবী ভাষায় অনুবাদ করান। এমনকি খলিফা হারুনুর রশিদ ও একটা অতি বিশাল লাইব্রেরীর ভিত্তি স্থাপন করেন যার নাম 'বায়তুল হিকমত বা বিজ্ঞান গৃহ' ছিল। বায়তুল হিকমত দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একাংশে লাইব্রেরীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং অপরাংশে নির্ধারিত ছিল বিদেশী ভাষায় অনুবাদ কার্যের জন্য। এই বিরাট লাইব্রেরীতে আরবী ছাড়াও হিব্রু, ফারসী, গ্রীক, কুবতী ও কালডী ভাষায় অসংখ্য বই-পুস্তক সংগ্রহ করা হয়। খলিফা হারুনুর রশিদের প্রধানমন্ত্রী ইয়াহিয়া বিন্ খালেদ বারমেকী নিজে ভারতবর্ষে দূত প্রেরণ করে ভারতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও চিকিৎসকগণকে খলিফার দরবারে আনিয়ে ছিলেন। এসব পণ্ডিতদের দরুন ভারতের শিক্ষা সম্পদ বাগদাদে পৌঁছে ছিল। ফার্সী গ্রন্থাদি বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কেননা বারমেকীগণ পারস্যবাসী ছিলেন এবং তাদের নিজ ভাষার প্রতি নিবিড় টান থাকার জন্যই এই লাইব্রেরীর অফিসারগণ পারস্য বংশীয় ছিলেন। খলিফা হারুনুর রশিদ গ্রন্থাদি সংগ্রহ সংকলন ব্যাপারে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করেননি।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে যে, তিনি এলান শওবীর মতো আরব জাতি ও ইসলাম বিদ্বেষী কবিকেও 'বায়তুল হিকমতে'র অনুবাদ ও প্রকাশ বিভাগের কর্মকর্তারূপে নিয়োগ করেছিলেন।

মামুনুর রশীদও নিজের শাসনামলে এই লাইব্রেরীর চরম উন্নতি সাধন করেন। তিনি বহু ইরানী আলেমকে এর ব্যবস্থাপক এবং অফিসার নিযুক্ত করেন। তার মধ্যে অনেকেই শোওবী (অনারব) ছিলেন। পারস্য ভাষা ও সাহিত্যে শোওবীদের পারদর্শীতার জন্যই তারা আরব বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে নিয়োগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। পারস্য সাহিত্য ছাড়াও তিনি অন্যান্য ভাষার গ্রন্থাবলী সংকলন ব্যাপারেও অতিশয় আগ্রহশীল ছিলেন। গ্রীক পুস্তকাদি সংগ্রহ করতে এবং তা অনুবাদ করাতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এই বিশাল লাইব্রেরীতে আরবদের অন্ধযুগের অনেক শিক্ষাসম্পদ মামুন সংগ্রহ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, কাসিদাসমূহ, কবিতাবলী ছাড়াও সে যুগের চিঠিপত্র, তমসুক ও দলিল এবং চুক্তিপত্রগুলো সম্ভাব্য পর্যায়ে সংগ্রহ করেছিলেন।

ইবনে আবুল হারীশ নামে একজন বিখ্যাত 'বুক বাইণ্ডার' এই লাইব্রেরীতে বই বাঁধাইয়ের কাজে নিযুক্ত ছিল। মামুনী লাইব্রেরীর বিস্তৃত এবং গ্রন্থরাজির অপরিমেয়তার অনুমান এর দ্বারাই হতে পারে যে, বাগদাদ শহরকে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকার বিপর্যয় ও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং কালের চক্রান্তে এর সাহিত্য ভাণ্ডার সর্বদাই বিনষ্ট হতে থাকে। তবুও 'উক্ত লাইব্রেরীর অবশিষ্ট বহু বই-পুস্তক সপ্তম হিজরী শতাব্দী পর্যন্তও বর্তমান ছিলো, যা সৌভাগ্যবশতঃ আল্লামা 'ইবনে আবু আসিবার হস্তগত হয়। তিনি ঐসব পুস্তকের কথা 'হোনাইন বিন্ ইসহাকের অনুবাদে উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন যে ঐ পুস্তকগুলোর উপর হোনাইনের হস্তাক্ষরসহ মামুনের রাজকীয় স্বাক্ষর ছিল।

মামুনের সময় হতে সমগ্র বাগদাদব্যাপী পুস্তকাদি সংগ্রহ ও সংকলনের আকাঙ্ক্ষা বিস্তার লাভ করল। অধিকাংশ মন্ত্রী মণ্ডলী ও সভাসদগণ, এমনকি সাধারণ আলেমগণও ব্যক্তিগত পর্যায়ে বড় বড় লাইব্রেরী স্থাপনায় নিজেদের উদ্যোগী রাখতেন। তাঁরা পুস্তকাদি সংকলনের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। মুতওয়াক্কেল বিল্লাহের মন্ত্রী ফাতেহ্ বিন খাকান এক বিরাট লাইব্রেরী নির্মাণ করেন। এর ব্যবস্থাপক ছিলেন আলী বিন্ ইয়াহিয়া মুনাজ্জাম। সেকালে এই লাইব্রেরীকে নজীর বিহীন বলে মনে করা হতো। খলিফা ওয়াসেক বিল্লাহর মন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আলী যেয়াৎ পুস্তকাদির অনুবাদ কার্যে মাসিক দশ হাজার মুদ্রা ব্যয় করতেন। ইবনুন নাদিম কিতাবুল ফিহরিস্তে লিখেছেন, আল্লামা ওয়াকেদী যখন ইন্তেকাল করেন তখন ছয়শত আলমারী পুস্তক রেখে যান।

প্রত্যেকটি আলমারী দু'জন লোকের বোঝা হত। অথচ তাঁর মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি উক্ত লাইব্রেরীর একাংশ দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি করে ফেলেছিলেন।

পুস্তক সংকলনের আকাঙ্ক্ষা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকল। এমনকি চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে এখানে-সেখানে বহুসংখ্যক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এই শতাব্দীর কতক প্রসিদ্ধ এবং দুষ্প্রাপ্য লাইব্রেরীর বর্ণনা এখানে বিশদভাবে বিবৃত হচ্ছে।

ঐ যুগে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম যে লাইব্রেরী নির্মিত হয় তা হল স্পেনের লাইব্রেরী যা হাকাম মুস্তানসির স্থাপন করেছিলেন। ইবনে খালদুন ঐ লাইব্রেরীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। হাকাম উমিয়া বংশের একজন সুপ্রসিদ্ধ খলিফা ছিলেন এবং স্পেন শাসন করতেন। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিচক্ষণ আলেম ছিলেন এবং বই পুস্তক সংগ্রহের এমন আগ্রহ ছিল যে, রাজ্যের সমস্ত কর এ কাজের জন্য যথেষ্ট হতো না। স্পেন, শ্যাম, মিসর, বাগদাদ, পারস্য এবং খোরাসানের জেলাগুলোতেও ভাল নতুন ও পুরাতন গ্রন্থাবলী সংগ্রহের জন্য গোমস্তা ও ব্যবসায়ীদের নিযুক্ত করেছিলেন। আল্লামা আবুল ফারজ ইস্পাহানী যখন 'কিতাবুল আগানী' সমাপ্ত করেন, তখন হাকাম বিশিষ্ট দূত পাঠালেন যেন তাঁকে ঐ পুস্তকখানি প্রকাশিত হবার পূর্বেই লাইব্রেরীতে তালিকাভুক্তির জন্য দেয়া হয়। ফলে চার হাজার মুদ্রা মূল্যে বইটি ক্রয় করা হয় এবং হাকামের কুতুবখানায় আনীত হয়। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন এবং 'ইবনে আবার' লিখেছেন, চার লক্ষ পুস্তক ছাড়াও শুধু কবিতা ও কাসিদা সমূহের যে সূচীপত্র ছিল তা আটশো আশি পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছিল।"

দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি সংগ্রহের সংগে সংগে তা ঠিক করা এবং ঐগুলোর সুশ্রীতার প্রতিও হাকামের লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে তিনি প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট লিপিকর এবং সংশোধনকারী ও বাঁধাইকারীদের একত্রিত করেছিলেন। তাঁদেরকে অতিরিক্ত বেতন প্রদান করতেন। লাইব্রেরীখানা অতীব আশ্চর্য ছিল। বলা যেতে পারে, এই লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতার প্রশান্ত দৃষ্টি আরো বিস্ময়কর ছিল। হাকাম ঐসব গ্রন্থাদির অধিকাংশ নিজেই পাঠ করেছিলেন এবং মার্জিনে মূল্যবান টিকা ও লেখকগণের নাম ইত্যাদি যোগ করেছিলেন।

ইসলামী রাজত্বের দ্বিতীয় পর্যায় আব্বাসী বংশের শাসনাধীন ছিল। আব্বাসীয় রাষ্ট্রের দুর্বলতার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিংহাসনের বিভিন্ন দাবীদারের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়ে ছিল। বোখারাতে সামানী বংশধর, জুরজানে কাবুস, সিরিয়াতে বনু হামদান, মিসরে ফাতেমীগণ শাসন পরিচালনা করতে লাগলেন।

এরা সকলেই বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্বানদের অতি সমাদর করতেন। এঁরা প্রত্যেকেই বড় বড় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে অসংখ্য পুস্তকাদি সংগ্রহ করেন।

নূহ্ বিন মনসুর বোখারার একচ্ছত্র ক্ষমতাশালী বাদশাহ ছিলেন। তিনি যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করেন, তা নানাদিক দিয়ে অদ্বিতীয় মনে করা হোত। আল্লামা ইবনে খাল্লকান লিখেছেন যে, এই অতুলনীয় লাইব্রেরীতে প্রত্যেক ধরনের শিল্প ও বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলী ছিল। এছাড়া এমন ধরনের আরো অনেক পুস্তক ছিল যার সন্ধান এই লাইব্রেরী ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যেত না। আলী সিনা লিখেছেন যে, দর্শন শাস্ত্রে যে সম্পদ আমি এখানে দেখেছি, তা আর কোথাও দেখিনি এটি এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা যেখানে অনেক কোঠা আছে এবং প্রতি কোঠায় অসংখ্য আলমারী। প্রতি আলমারীর ভিতর ও বাহিরে প্রত্যেক বিষয়ের গ্রন্থাদি আলাদা ছিল।

আজাদুদ্দৌলার সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিশাল ছিল। বাগদাদে তাঁর নামে খোতবা পড়া হতো। শাসনকার্যে দক্ষতা ছাড়াও তিনি বড় ধরনের কবি ছিলেন। শিল্প ও বিজ্ঞানে তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিল। তিনি শিরাজে এক বিরাট লাইব্রেরী স্থাপন করে আদেশ করেছিলেন যে, ইসলামের সূত্রপাত থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত যত ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থাবলী লিখিত হয়েছে, সবই উক্ত লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করা হোক। অতি পরিতাপের বিষয় এই যে, এতবড় লাইব্রেরীর কথা আল্লামা বাশ্শারী ছাড়া কেউই উল্লেখ করেননি। ঐতিহাসিক বাশ্শারীও সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার বর্ণনা প্রসঙ্গে এর সংলগ্ন লাইব্রেরীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, এই অট্টালিকার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা লাইব্রেরী ছিল, যাতে ছিল অসংখ্য পুস্তকের আলমারী, ঐগুলো তিন তিন গজ ও মানুষ বরাবর লম্বা ছিল এবং কাঠগুলো নকশা করা ও স্বর্ণখচিত ছিল। উক্ত লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য ম্যানেজার, কোষাধ্যক্ষ ও কেরানী নিযুক্ত ছিল। সম্ভ্রান্ত লোক ছাড়া অন্যদের গমনাগমন সেখানে নিষিদ্ধ ছিল।

সাইফউদ্দৌলা অসি ও মসি উভয়েরই মালিক ছিলেন। ইমাম শা'লাবীর মতে তিনি এরূপ বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে, তাঁর দরবারে যত কবি ও শিক্ষিত লোকের সমাগম ছিল ঐরূপ খেলাফায়ে আব্বাসিয়া ছাড়া কখনও কোন দরবারে একত্রিত হয়নি। সুপণ্ডিত আবু নাসার ফারাবী, তারই রাজসভায় বৃত্তিভোগী ছিলেন। সাহিত্য শিল্পের প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। ফলে সাইফুদ্দৌলার লাইব্রেরীতে সেসব বিষয়ে পুস্তকাদি বেশী সংগৃহীত হয়ে ছিল। তাঁর লাইব্রেরীর মত সাহিত্য সম্পদ আর কোথাও পাওয়া যায় না। কবি মুহম্মদ বিন হাশেম ও তাঁর ভাই উভয়ে এই লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনা ও অফিসার ছিলেন।